কনসেপ্ট
অ্যাডভার্টাজিং

অ্যাডভার্টাইজিং অ্যান্ড ডিজাইন

৪৫, মিনি মার্কেট
মাচানলতা, বাঁকুড়া
ফোন: ৯৭৩৫৮ ০১২৫৬

বাঁকুড়া জেলার একমাত্র ডিজিটাল সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

বাঁকুড়া আলাপন

email: aalaapan 123@gmail.com

অলঙ্কারের দুনিয়ায়
একমাত্র ভরসা

শোভা জুয়েলার্স

চকবাজার গলি (স্টল নং ৫), বাঁকুড়া

ফোন: ৯৪৩৪১ ৩৪৭৩৪

■ বর্ষ ১৪ ■ ■ সংখ্যা ৩ ■ ■ ৪ মার্চ ২০১৭ ■ ■ মূল্য ২.০০ টাকা ■

এক ছাতার তলায় সব কলেজ

আলাপন প্রতিনিধি: এক ছাতার তলায় চলে এল বাঁকুড়া জেলার সব কলেজ। জেলার সব কলেজই এবার থেকে চলে আসছে বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায়। এই শিক্ষাবর্ষ থেকেই ছাত্রদের রেজিস্ট্রেশন হবে বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। বর্ধমানের সঙ্গে আর প্রশাসনিক কোনও সম্পর্ক থাকছে না।

দীর্ঘদিন ধরেই বাঁকুড়া জেলার কলেজগুলি ছিল বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায়। প্রশাসনিক নানা ব্যাপারেই যেতে হত বর্ধমানে। স্নাতকোত্তর পড়াশোনা করতেও মূল ভরসা ছিল বর্ধমান। কিন্তু সেখানে আসন অল্প। তার ওপর দেড়শোর বেশি কলেজ। ফলে, যোগ্যতা থাকলেও অনেকে স্নাতকোত্তরে সুযোগ পেতেন না। যেতে হত কলকাতা। কাউকে হয়ত রাজ্যের বাইরেও যেতে হত। বা করস্পন্ডেন্সে স্নাতকোত্তর পড়াশোনা করতে হত। এবার বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় আসায় স্নাতকোত্তরে পড়ার সুযোগ আরও বেশি ছাত্র-ছাত্রীর সামনে খুলে যাবে।

আগেই বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যায়ের কাজ শুরু হয়েছিল। অস্থায়ী ভবনে পঠন-পাঠনও শুরু হয়ে গিয়েছিল। এখন নতুন ভবন তৈরি। কিন্তু বাঁকুড়া জেলার কলেজগুলি থেকে গিয়েছিল বর্ধমানের আওতায়। এই শিক্ষাবর্ষ থেকেই কলেজগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করবে বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়। অভিজ্ঞ শিক্ষকদের নিয়ে সিলেবাস তৈরির কাজ চলছে। বছর শেষে পরীক্ষা নয়, ৬ মাস পর পর সেমেস্টার ভিত্তিক পরীক্ষা নেওয়া হবে। এতে ছাত্রদের মধ্যে ক্লাস করার প্রবণতা বাড়বে, এমনটাই মনে করছেন শিক্ষাবিদরা।

পদ গেল শিবাজির

আলাপন প্রতিনিধি: কে বা কারা নালিশ ঠুকেছিলেন, জানা নেই। তবে নেত্রীর রোশে পদ হারাতে হল জেলা যুব তৃণমূলের সভাপতিকে। কালীঘাটের বৈঠক থেকেই নেত্রীর নির্দেশে সরিয়ে দেওয়া হল শিবাজি ব্যানার্জিকে।

বাঁকুড়া জেলায় গোষ্ঠী রাজনীতি নিয়ে বেশ বিরক্ত মুখ্যমন্ত্রী। এবার বিধানসভায় মূলত দলীয় কোন্দলেই পাঁচটি আসন হারাতে হয়েছে তৃণমূলকে। এই নিয়ে অনেকের নামেই অভিযোগ জমা পড়ছিল। কে কী ভূমিকা পালন করেছেন, সাংগঠনিক ক্ষেত্রে কার কী ভূমিকা, সব বিষয়ই উঠে আসে। নাম ধরে ধরে তিরস্কার করেন মুখ্যমন্ত্রী। সরাসরি কোপে পড়ে গেলেন শিবাজি। তাঁর বদলে দ্রুত অন্য জেলা সভাপতি খুঁজে বের করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাকিরাও রেহাই পাননি। অল্পের ওপর দিয়ে রক্ষা পেয়েছেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি অরূপ চক্রবর্তী। কড়া ধমক জুটেছে জেলা সভাপতি অরূপ খাঁ-র। সূত্রের খবর, তাঁকে নাকি মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, আপনার তো জেলা সভাপতি হওয়ার কোনও যোগ্যতাই নেই। এখনও ব্লক কমিটি তৈরি করতে পারেননি। বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ-ও নেত্রীর ধমক থেকে রেহাই পাননি।

ফেলে না দিয়ে ওঁদের ডাকুন

পল্লব পান

ওঁরা কেউ সেলিব্রিটি নন। ওঁরা আমার আপনার বাড়ির ছেলেটার মতোই। কিন্তু এই আকালেও ওঁরাই নতুন করে স্বপ্ন দেখাচ্ছেন বাঁকুড়াকে। আমরা অনেকে ভাবি সমাজসেবা মানে খুব বড়সড় ব্যাপার। কিন্তু ছোট ছোট পরিসরেও অনেক ভাল কাজ করা যায়, সেটাই দেখিয়ে দিচ্ছে উত্তরণ। অনেকদিন ধরেই দুস্থ ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে দাঁড়াচ্ছে এই সংগঠন। তাঁদের হাতে বই ও আর্থিক সাহায্য তুলে দেওয়া ছাড়াও সারাবছরই পাশে থাকার অঙ্গিকার। গত চার মাস ধরে ওঁরা শুরু করেছেন অন্য একটা কাজ। বাঁকুড়া শহরে অনেকেই রাস্তায় বসবাস করেন। দুপুরে বা রাতে ঠিকমতো খাবার জোটে না। এখানে ওখানে ভিক্ষে করে বেড়াতে হয়। কখনও তাও জোটে না। উত্তরণের বন্ধুরা ঠিক করলেন, ওঁদের জন্য কিছু করতে হবে। একদিন বা দুদিন নয়, প্রতিদিন ওঁদের পাশে থাকতে হবে। এগিয়ে আসাটা সহজ হলেও এগিয়ে যাওয়াটা সহজ নয়। কয়েকদিন হয়ত অনেকের উৎসাহ থাকে। কিন্তু প্রত্যেকের জীবনেই নানা ব্যস্ততা। রোজ সময় বের করাও কঠিন। হ্যাঁ, সেই কঠিন কাজটাই ওঁরা রোজ করে চলেছেন।

রুটি, তরকারিসহ বেশকিছু খাবার সংগ্রহ করে রোজ ওঁরা পৌঁছে যান বাঁকুড়া স্টেশন চত্বরে। সেখানে যাঁরা আছেন, তাঁদের মধ্যে বিলিয়ে দেন সেই খাবার। স্টেশনে অপেক্ষায় থাকা ক্ষুধার্ত মানুষেরা জানেন, ওঁরা ঠিক আসবেন। কিন্তু ওঁরা চান আরও বেশি মানুষের পাশে দাঁড়াতে। কিন্তু এত খাবার রোজ রোজ কোথায় পাওয়া যাবে? ঠিক করলেন, বিভিন্ন বিয়েবাড়ি, উপনয়ন, অন্নপ্রাসনে

অনেক খাবার বেঁচে যায়। ওঁদের আবেদন, সেগুলি ফেলে না দিয়ে আমাদের জানান। আমরা গিয়ে নিয়ে আসব আপনার বাড়ি থেকে। সেগুলি পৌঁছে দেব সেই নিরন্ন মানুষের কাছে। এর মধ্যে ভালই সাড়া পাচ্ছেন। পরিচিত অনেকেই ডাকছেন। তাঁদের হাতে তুলে দিচ্ছেন সেই বেড়ে যাওয়া খাবার। এগিয়ে আসছে কিছু খাবারের দোকান। তাঁরাও বেড়ে যাওয়া খাবার তুলে দিচ্ছেন উত্তরণের সৈনিকদের হাতে। আপনিও চাইলে ওঁদের এই লড়াইয়ের পাশে থাকতে পারেন। বাড়িতে কিছু বেড়ে গেলে প্লিজ ফেলে দেবেন না। একটা ফোন করুন উত্তরণের বন্ধুদের। আপনার বাড়ি থেকে ওঁরা ঠিক নিয়ে যাবেন। পৌঁছে দেবেন তাঁদের কাছে, যাঁদের কাছে এই বেড়ে যাওয়া খাবারটাই বেঁচে থাকার অবলম্বন।

উত্তরণ: ৯০০২৭৩৩৭৭১

সম্পাদকীয়

ছড়িয়ে পড়ুক

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কতকিছু বদলে যায়। এসে যায় নিত্যনতুন প্রযুক্তি। আর প্রযুক্তির হাত ধরে হাজির হয় নতুন যুক্তি। বছর খানেক আগেও যা ছিল ভাবনার অতীত, তা আজ খুঁজে নিয়েছে চরম বাস্তবতার ঠিকানা। জনপ্রিয় সোশাল মিডিয়ার হাত ধরে রাঢ় আলাপনও ছড়িয়ে পড়ছে নানা প্রান্তে।

সোশাল মিডিয়ার ব্যবহারে আমাদের এই বাঁকুড়াও পিছিয়ে নেই। সেই কথা মাথায় রেখেই রাঢ় আলাপনকে ডিজিটাল চেহারায় আনা হয়েছে। যেন যে কেউ নিজের মোবাইল থেকেই এই কাগজ পড়তে পারেন। নানা বয়সের, নানা চিন্তার মানুষ এই ফেসবুকের আড্ডায় মশগুল। অনেকে হয়ত আসক্ত। জিও সিম হাতে এসে যাওয়ায় সেই আসক্তিটা হয়ত আরও বেড়েছে। হয়ত এই নেশায় অনেক জরুরি কাজেও ফাঁকি পড়ে যায়। হয়ত প্রকাশ্য কারণ আর গোপন কারণের মাঝে লম্বা এক লুকোচুরি থেকে যায়। তবু প্রযুক্তির এই আশীর্বাদকে ঠিকঠাক গ্রহণ করতে দ্বিধা থাকার কথা নয়।

বাঁকুড়া সংক্রান্ত অংখ্য আলাদা আলাদা কমিউনিটি। কোনওটা হয়ত বিষ্ণুপুরের, কোনওটা সোনামুখির। কোনওটা কমলপুরের তো কোনওটা কোতুলপুরের। প্রায় সব গ্রুপেই পাওয়া যাবে রাঢ় আলাপন। কোথায় কতজন পড়ছেন, বোঝার উপায় নেই। তবে না পড়ে 'লাইক' মারার একটা প্রবণতাও থাকে। তাই তথাকথিত 'লাইক' দেখলে বরং কিছুটা বিভ্রান্তই হতে হয়। যিনি 'লাইক' দিচ্ছেন, তিনি আদৌ পড়ছেন তো! বিভিন্ন বিষয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণের ডাক দেওয়া হচ্ছে। সে অংশগ্রহণের নমুনা দেখলে অবাক হতে হয়। হয়ত কোনও একটা বিতর্কের বিষয়। পক্ষে বা বিপক্ষে মতামত চাওয়া হল। এখানেও বুঝে হোক, না বুঝে হোক, ডজনখানেক লাইক। কেউ হয়ত লিখলেন 'সাবজেক্ট ইজ ভেরি গুড'। সে তো বুঝলাম। কিন্তু আপনি কোন পক্ষে? না পাওয়া গেল স্পষ্ট মতামত, না পাওয়া গেল জোরালো যুক্তি। ফলে, ধোঁয়াশা থেকেই গেল। তবে লাইকের একটা পরোক্ষ উপকার আছে। নোটিফিকেশনের আকারে অন্য বন্ধুদের কাছে সেই বার্তা পৌঁছে গেল।

প্রিয় পাঠকদের কাছে আবেদন, শুধু 'লাইক' মেরে দায়িত্ব শেষ করবেন না। ভাল করে পড়ুন। ভাল লাগলে নিজের ওয়ালে শেয়ার করুন। তাহলে, আপনার বন্ধুরাও পড়তে পারবেন। ফেসবুকে বা ই মেলে খোলা মনে নিজেদের মতামত জানান। সেই মতামত পত্রিকার অনুকূলেই হতে হবে, এমন কোনও প্রাকশর্ত নেই। বিরুদ্ধ মতও স্বাগত। জেলার উন্নয়ন সংক্রান্ত নানা বিষয়ে আপনার মতামত খুবই মূল্যবান। সেটা হয়ত প্রশাসনকে নতুন দিশা দেখাতে পারে। অনেক বিভাগ তো আপনাদের জন্যই। এলাকার খবর থাকলে, বা যে খবরটা রাঢ় আলাপনে প্রকাশিত হওয়া উচিত বলে মনে হয়, তা লিখুন। তাহলে, আলাপনের মাধ্যমে তা আরও অনেক মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারে। এগিয়ে আসুন, এই মাধ্যমকে আরও সুন্দরভাবে ব্যবহার করুন।

চিঠিচাপাটি

অতীতের কথাও উঠে আসুক

বাঁকুড়া জেলা রত্নগর্ভা। অনেক গুণী মানুষ এই জেলায় জন্মেছেন। এখনও অনেক কৃতী মানুষ নানা প্রান্তে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু তাঁদের কাজকর্ম সম্পর্কে আমরা কতটুকুই বা জানি? কতটুকুই বা খোঁজ রাখি! জানার তেমন উপায়ও বোধহয় নেই। কারণ, জেলার পত্রপত্রিকায় সেভাবে তাঁদের কথা থাকে না। রাঢ় আলাপন মূলত সংবাদভিত্তিক পত্রিকা। খবর থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আপনাদের কাছে আমার কতগুলি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব আছে। শুধু বর্তমানকে নিয়ে নাড়াচাড়া নয়, আপনারা মাঝে মাঝে অতীতের কথাও তুলে ধরুন।

এখনও অনেক পুরনো মানুষ বেঁচে আছেন। তাঁদের কাছ থেকে এখনও অনেক পুরনো ঘটনা জানা যায়। পরে চাইলেও সেই চাপা পড়া ইতিহাস তুলে আনা যাবে না। তাই, অতীতদিনের কিছু স্মরণীয় ঘটনা, অতীত দিনের দিকপাল মানুষের কথাও আপনারা তুলে ধরুন। তাতে আমরা জেলার ইতিহাস ও ঘটনা পরম্পরার কথা আরও ভাল করে জানতে পারব। অন্তত একটা পাতা থাকুক অতীত দিনের জন্য। এতে আমরা যেমন পুরনো দিনগুলোর কথা জানতে পারব, তেমনি রাঢ় আলাপন নিজেও সমৃদ্ধ হবে।

প্রাণেশ ভট্টাচার্য, বিষ্ণুপুর

এক প্রবাসীর রোমাঞ্চ

ফেসবুকে একজনের প্রোফাইল থেকে রাঢ় আলাপনের কথা জানতে পারলাম। আমিও ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠালাম। পুরো পি ডি এফ ফাইলটা পড়লাম। বেশ ভাল লাগল। বাইরে গেলে নিজের এলাকার প্রতি টানটা নাকি বেড়ে যায়। নিজেকে দিয়েই সেটা বুঝতে পারি। আমি যেখানে থাকি, সেখানে বাংলা কাগজও পৌঁছয় না। ফলে, নেটেই যেটুকু পড়া যায়, পড়ার চেষ্টা করি। বাংলা অক্ষর দেখলে ভাল লাগে। তার ওপর নেটে যদি বাঁকুড়ার কাগজ পাই, তাহলে তো সেই আনন্দ দ্বিগুন হয়ে যায়। বেঙ্গালুরুতে বসে বাঁকুড়ার কাগজ পড়ছি, ভাবতেই একটা শিহরন আসছে। বন্ধুদের শেয়ার করলাম। নেটেই রোমান হরফে এই লেখা পাঠাচ্ছি। ছাপবেন কিনা জানি না, তবে আমার অনুভূতিটুকু জানানো উচিত ভেবে এই ই- মেল পাঠাচ্ছি। আমরা যদি লেখালেখি করতে চাই? আমাদের লেখা কি ছাপা হবে?

দেবাংশু মুখার্জি, বেঙ্গালুরু

তরুণদের আরও যুক্ত করুন

আমি এই প্রজন্মের একজন তরুণ। খুব বেশি পড়ার ধৈর্য নেই। তবে নেটে অনেকটা সময় কাটাই। সোশ্যাল সাইটেও অনেকটা সময় কাটে। সেখানেই রাঢ় আলাপনের সঙ্গে পরিচয়। পত্রিকাটি একনজরে বেশ ভাল লাগল। আরও যেটা ভাল লাগল, তা হল এই পত্রিকা শুধু বৃদ্ধ নয়, তরুণদের তুলে ধরে। ফেসবুকের যে আড্ডা, তাও তুলে ধরে। অভিনব ভাবনা। এতে অনেক মানুষকে যুক্ত করা যায়। একজন তরুণ যখন দেখবে তার নাম ছাপার অক্ষরে বেরোচ্ছে, তখন তার কিছু লেখার আগ্রহ তৈরি হবে। এভাবেই লেখকগোষ্ঠী তৈরি করতে হয়। বড় বাণিজ্যিক কাগজগুলি হয়ত আগামীদিনে এই পথে হাঁটবে। বাঁকুড়া পথ দেখাল, এটা ভাবতে ভালই লাগছে। আশা করব, আগামীদিনেও তরুণদের চিন্তাভাবনাকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। এই কাগজ যেন খুব গুরুগম্ভীর না হয়ে ওঠে।

নুরুল ইসলাম, সারেঙ্গা

আপনিও চিঠি লিখুন

খবরের কাগজে চিঠি গুরুত্বপূর্ণ একটা স্তম্ভ। পাঠকের মতামত অনুপ্রাণিত করে, পথ দেখায়। এমনকী সমালোচনাও নতুন দিশা দেখায়। রাঢ় আলাপন সম্পর্কে আপনারাও আপনাদের মতামত নির্দ্বিধায় তুলে ধরুন। এলাকার সমস্যার কথাও তুলে ধরতে পারেন। আপনিও চিঠি লিখুন। ঠিকানাঃ aalaapan123@gmail.com

- রাজনীতি
- খেলা
- সিনেমা
- ভ্রমণ
- সাহিত্য
- জেলা
- স্পেশাল ফিচার

বেঙ্গল টাইমস সময়ের থেকে এগিয়ে

বাংলা ভাষার সেরা ওয়েব পোর্টাল
bengaltimes.in

আরও নানা আকর্ষণীয় বিভাগ।

সব বিষয়ে টাটকা খবর, বিশ্লেষণ। প্রতিমুহূর্তে আপডেট। কালকের কাগজে যা যা থাকবে, তা আজকেই পড়ে নিন। বাকিরা কাল যা যা জানবে, আপনি আজকেই জেনে নিন। সময়ের থেকে এগিয়ে থাকুন।

ই মেলে আলাপন

ই মেলের মাধ্যমে আগেও অনেকে রাঢ় আলাপন পড়তেন। সেই পরিষেবা বজায় থাকছে। বিনামূল্যেই পড়তে পারেন বাঁকুড়ার এই জনপ্রিয় পত্রিকা। যাঁরা ই মেলে পড়তে চান, নিজেদের ই মেল আই ডি পাঠিয়ে রাখুন। পত্রিকা প্রকাশের দিনেই আপনার ইনবক্সে পৌঁছে যাবে রাঢ় আলাপন। নিজের ই মেল আই ডি পাঠান এই ঠিকানায়: aalaapan123@gmail.com এস এম এস বা হোয়াটস আপেও পাঠাতে পারেন নিজের ইমেল আই ডি। নম্বর ৯৮৩১২২৭২০১।

আড়াই টাকায় আলু বিক্রি!

আলাপন প্রতিনিধি: এমনিতেই রুক্ষ জেলার তকমা। তারপর যাওবা ফসল হয়, তারও যদি দাম না পাওয়া যায়! ধান নিয়ে নানা সমস্যা তো আছেই। আলু নিয়েও মারাত্মক সমস্যায় বাঁকুড়া জেলার চাষিরা। বৃষ্টি ভাল হয়েছিল। ফলে, এবার আলুর ফলন বেশ ভালই। বেশি স্বস্তিতেই ছিলেন চাষিরা। কিন্তু ফসল উঠতেই মাথায় হাত। আলুর দাম পাওয়া যাচ্ছে না। কুইন্টাল প্রতি আড়াইশো টাকায় বিক্রি করতে হচ্ছে আলু। কেউ কেউ বাধ্য হয়ে দু টাকা কেজি দরেও আলু ছেড়ে দিচ্ছেন।

অথচ, এই আলুই ফড়ে হয়ে ক্রেতার কাছে যখন পৌঁছবে, তখন তার দাম হয়ে যাবে পনের থেকে কুড়ি টাকা। চাষিদের দাবি, এলাকায় হিমঘর নেই। সরাসরি বাজারে গিয়ে বিক্রি করলেও এখন দাম পাওয়া যাবে না। তাহলে আমরা কোথায় যাবো? সরকার যদি আলু কিনে নিত, তাহলে কিছুটা সুরাহা হত। কিন্তু ধান কেনা নিয়েই নাজেহাল সরকারি পরিষেবা। মিল মালিকরা অনেকেই ধান কিনতে চাইছেন না। খাদ্যমন্ত্রীর কাছেই তাঁরা অভিযোগ জানিয়েছিলেন, আগের তিন বছরের দাম তাঁরা এখনও পাননি। তাই সেই টাকা না মেটালে তাঁরা আর ধান কিনবেন না। কিশান মাণ্ডি করা হলেও সেখানে কোনও পরিকাঠামো তৈরি হয়নি। চাষিরা কিশাণ মাণ্ডিতে যাচ্ছেন না। এই অবস্থায় নতুন সমস্যা আলু। চাষিদের বক্তব্য, এই যদি অবস্থা চলতে থাকে, তাহলে চাষ করে লাভ কী? অনেক জায়গায় রাস্তায় আলু ফেলে প্রতিবাদ জানানো হয়।

রবিলোচনের মূর্তি বসল সারেঙ্গায়

আলাপন প্রতিনিধি: সেই রবিলোচন মিত্রকে মনে পড়ে? মাওবাদী হামলায় প্রাণ হারানো সারেঙ্গা থানার আই সি। ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারিতে গুলির লড়াইয়ে প্রাণ হারান রবিলোচন। তাঁর স্মৃতিতে এবার সারেঙ্গা থানায় বসল আবক্ষ মূর্তি। সেই মূর্তির আবরণ উন্মোচন করলেন জেলার পুলিশ সুপার সুখেন্দু হীরা। প্রতিবছরই এই দিনটিতে প্রয়াত পুলিশ কর্মীর স্মৃতিতে অনুষ্ঠান হয়। এবারের অনুষ্ঠানেও হাজির ছিলেন তাঁর স্ত্রী সুদীপ্তা মিত্র।

বাম জমানার শেষের দিকে জঙ্গলমহলের বিভিন্ন এলাকায় মাওবাদীদের হানায় অনেকের মৃত্যু হয়েছে। সাধারণ নাগরিক, রাজনৈতিক কর্মী যেমন আছেন, তেমনই বাদ যাননি পুলিশকর্মীরাও। বারিকূলের ওসি প্রবাল সেনগুপ্তকেও হত্যা করেছিল মাওবাদীরা। সারেঙ্গা থানারই আরও তিন পুলিশকর্মী নিহত হয়েছিলেন মাওবাদীদের হামলায়। আগামীদিনে তাঁদের স্মৃতিতেও কিছু করার আশ্বাস দেওয়া হল।

সততার নজির দুই পুলিশকর্মীর

আলাপন প্রতিনিধি: পুলিশের বিরুদ্ধে আমাদের কতই না অভিযোগ। হয়ত অনেকাংশেই তা সত্যি। কিন্তু কেউ কেউ থাকেন, যাঁরা অনেকটাই অন্যরকম। যাঁরা লক্ষাধিক টাকার গয়না কুড়িয়ে পেয়েও লোভ সংবরণ করতে পারেন। ফিরিয়ে দিতে পারেন। তেমনই দুজন এনভিএফ কর্মীর হদিশ পাওয়া গেল। তাঁরা হলেন পীযূষকান্তি মণ্ডল ও অমলেন্দু চক্রবর্তী। দুজনেই কর্মরত বিষ্ণুপুর থানায়।

বিষ্ণুপুর পলিটেকনিক কলেজের অধ্যাপক গৌতম সামন্ত। ফিরছিলেন আত্মীয়বাড়ি থেকে। সঙ্গে ছিল কিছু গয়না। বাসস্ট্যান্ডে নেমে একটি দোকানে ফুচকা খেতে যান। অসাবধানতায় সেখানেই পড়ে যায় কাগজে মোড়া প্যাকেট। তিনি বাড়ি চলে যান। বাড়িতে গিয়ে দেখেন সেই প্যাকেট নেই। প্যাকেটটি কুড়িয়ে পান দুই এনভিএফ কর্মী। চাইলে হয়ত লুকিয়ে ফেলতেই পারতেন। কিন্তু তাঁরা জমা দিলেন থানায়। কিন্তু এটা কার প্যাকেট, বোঝার উপায় ছিল না। এদিকে, সেই অধ্যাপক বাড়িতে গিয়ে দেখেন, প্যাকেট নেই। ফিরে আসেন বাসস্ট্যান্ডে। ফুচকা বিক্রেতা নেই দেখে, খোঁজ নিয়ে তাঁর বাড়িতেও চলে যান। ফুচকা বিক্রেতাও জানেন না গয়নার হদিশ। গৌতমবাবু ধরেই নিয়েছিলেন, ওগুলো আর পাওয়া যাবে না। হঠাৎ পরদিন সকালে থানা থেকে এক কর্মী এসে হাজির। জানা গেল, ওই দুই এনভিএফ কর্মী আগেরদিনই থানায় জমা দিয়েছেন সেই গয়নার প্যাকেট। তা ফিরিয়ে দেওয়া হল গৌতমবাবুকে।

এই সততার নজির দেখে আপ্লুত গৌতমবাবু। বলেই ফেললেন, পুলিশ কর্মীদের সম্পর্কে আমাদের সবারই অনেক খারাপ ধারণা থাকে। কিন্তু এই ঘটনায় আমার অন্তত সেই ধারণা বদলে গেল।

কেন বিচ্ছিন্ন হলাম এই আত্মসমীক্ষা হোক

পরিতোষ পাত্র

আমি শিক্ষার জগৎ থেকে অনেক দূরে। সম্পূর্ণ অন্য এক পেশায় আছি। ২৫ ফেব্রুয়ারি রাঢ় আলাপনের সম্পাদকীয় পড়ে কিছু কথা লেখার তাগিদ অনুভব করছি। একসময় ছাত্র রাজনীতি করতাম বলে এখনও কিছুটা আগ্রহ আছে। নিজে একসময় এস এফ আই করতাম বলেই কষ্ট হয়। ছাত্রভোটে জেলার কোথাও বামেরা প্রার্থীই দিতে পারল না! আমি তৃণমূল ছাত্র পরিষদকে দোষারোপ করছি না। তাদের কাছে আমার কোনও প্রত্যাশাও নেই। কিন্তু বামপন্থী ছাত্রবন্ধুদের উদ্দেশে কয়েকটা কথা বলার আছে। জানি না, ভাল লাগবে কিনা।

এমন পরিণতি যে হতে পারে, তা অনেক আগেই আঁচ করেছিলাম। আমাদের সময়ে টিএমসিপি-র জন্ম হয়নি। তখনও নানা জায়গায় ভোট হত না। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ছাত্র পরিষদকে দাঁড়াতে দেওয়ারই পক্ষপাতী ছিল না। গায়ের জোরে ইউনিয়ন দখল করা হত। নয়ের দশকের গোড়ায় চোখের সামনে এই দৃশ্যগুলো দেখেছি। কেন জানি না, খুব খারাপ লাগত। মনে হত, এটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না। এভাবে ছাত্রদের বন্ধু হওয়া যায় না। ছাত্ররা আমাদের যত না ভালবাসছে, তার চেয়ে বেশি ভয় করছে। এটা কাম্য নয়। তাছাড়া, যারা কমনরুম দখল করে বসে থাকত, তাদের শিক্ষামনস্ক বলে মনেও হয়নি। নির্দিষ্ট করে কলেজের নাম করে বা কোনও ছাত্র নেতার নাম করে তাকে আঘাত করতে চাই না। তবে, আশেপাশের অনেক কলেজেই একই ছবি দেখা যেত। যা হত, ভাল লাগত না। দু একবার মৃদু স্বরে প্রতিবাদ করেওছিলাম। সেই প্রতিবাদকে গুরুত্বই দেওয়া হয়নি। বরং, মনে হল, আমিই সংখ্যালঘু। বাকি সবাই পেশিশক্তিতেই বিশ্বাস করছে। দলীয় নেতৃত্বও যেন সেটাকেই প্রশ্রয় দিচ্ছেন। কিছু বলতে গেলেই শুনতে হচ্ছে, রামানন্দ বা সম্মিলনী কলেজে তো সিপি আমাদের দাঁড়াতে দেয় না। তাহলে, আমাদের যেখানে শক্তি আছে, সেখানে আমরা করব না কেন? আমি বলতাম, ওরা গুন্ডামি করছে বলে কি আমাদেরও করতে হবে? কেউ শুনতে চাইত না। উল্টে আমাকে সিপি-র এজেন্ট বলা হতে লাগল।

দ্রুত মোহভঙ্গ হতে লাগল। ইউনিয়নে যাওয়া বন্ধ করে দিলাম। কিন্তু মনে মনে বাম রাজনীতিকে সমর্থন করি বলে কোথাও একটা কষ্ট হত। যেটাকে জমাট সংগঠন বলে মনে হত, সেটা যে একসময় তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে, এটা তখন থেকেই বুঝতে পারছিলাম। আশা করি, এই প্রজন্মের ছাত্র নেতারা মূল্যায়ণ করবে কেন তারা ছাত্রদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। টিএমসিপি সন্ত্রাস করছে বললেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। আমরা দুর্বল হয়েছি বলেই ওরা সন্ত্রাস করতে পারছে। কেন আমরা দুর্বল হলাম, কেন পায়ের তলার মাটি সরে গেল, এই আত্মসমীক্ষাটা কিন্তু জরুরি। আশা করি, আমার বাঁকুড়ার ছাত্রবন্ধুরা সেই আত্মসমীক্ষা করবে।

এক নজরে

বাঁকুড়ার কিছু গুরুত্বপূর্ণ হোটেলের ফোন নম্বর

বাঁকুড়া

(এস টি ডি কোড ০৩২৪২)

হোটেল সপ্তর্ষী
২৫৩২৭২
৯৯০৩০ ১৯৬৫৭

হোটেল সপ্তপর্ণা
২৫৪৩৭৫

লজ প্রিয়দর্শিনী
২৫৮৭৫৫
২৫৩৫৭২

হোটেল দেবর্ষি
২৫২৫৪৫
২৪২৬০২

হোটেল মধুবন
২৫২১৯৬

হোটেল সিদ্ধার্থ
২৫০৬৪১

আতিথ্য লজ
৬৪৫০২৭
৩২৬৯৪৯

নিগমানন্দ পান্থশালা
৯২৩২৪ ৬৮১৪৭

সুধা লজ
২৫৪১৩২

আধুনিক লজ
২৫১১৮২

হোটেল তাজগঙ্গা
২৫০৫৮১

হোটেল তিলোত্তমা
৯৪৩৪০ ০৩১৩২

হোটেল ইমনকল্যাণ
৯৪৩৪৬ ২৮৯০৬

হোটেল তাজমহল
২৫৫৬৪৬

মা লক্ষ্মী লজ
২৪৪৩৭৩

নীলকণ্ঠ ভবন
৯৪৩৪১ ০৮৪৭৫

(একনজরে বাঁকুড়া। প্রতি সংখ্যায় কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য। এই সংখ্যায় বাঁকুড়ার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ হোটেলের ফোন নম্বর। আগামী সংখ্যায় থাকবে বিষ্ণুপুর ও মুকুটমণিপুরের হোটেলের ফোন নম্বর।)

১, ২, ৩ মার্চ (১৯৪০)। মৃত্যুর ঠিক আগের বছর বাঁকুড়ায় এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। টানা তিনদিন বাঁকুড়ায় ছিলেন বিশ্বকবি। বয়স তখন আশি ছুঁই ছুঁই। কোন পথে এসেছিলেন? কোথায় ছিলেন? কী বলেছিলেন বাঁকুড়া সম্পর্কে। তিনটি ভিন্ন প্রতিবেদনে তুলে ধরা হল। বিশ্বকবি ও বাঁকুড়ার সম্পর্ককে একটু ফিরে দেখা।।

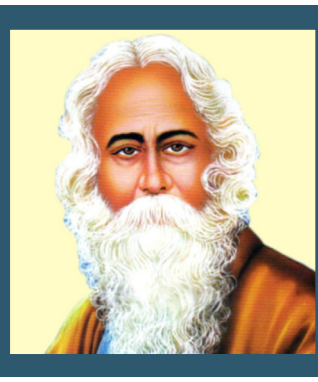

এখন তো কেউ বাধা দিতে পারবে না তাঁকে

স্থান: চণ্ডীদাস চিত্রমন্দির। পরপর দুদিন দুটি অনুষ্ঠান। তাঁকে কীভাবে বরণ করে নিয়েছিল বাঁকুড়া? সেই অনুষ্ঠানের টুকরো টুকরো ছবি। তুলে আনলেন অভিরূপ অধিকারী।।

বাঁকুড়া সফরকালে সবচেয়ে স্মরণীয় মুহূর্তগুলো কেটেছিল চণ্ডীদাস চিত্রমন্দিরে। ২ মার্চ সেখানেই ছিল মূল অনুষ্ঠান। পরের দিন, ৩ মার্চও কবি আসেন এই চিত্রমন্দিরে। প্রথমদিন এসেছিলেন কৃষি শিল্প প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করতে। সকাল ৮টা ৫০ নাগাদ হাজির হয়ে যান রবীন্দ্রনাথ। ঠিক পাঁচ মিনিটের মাথায় অনুষ্ঠান শুরু।

অতুলপ্রসাদ সেনের রবীন্দ্রবন্দনা দিয়ে শুরু। তারপর গাওয়া হল ‘ফাগুন লেগেছে বনে বনে।’ বাঁকুড়াবাসীর পক্ষ থেকে মানপত্র পাঠ করলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। নতুন গড়ে ওঠা বাঁকুড়া সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে মানপত্র পাঠ করলেন যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি। বিষ্ণুপুরবাসীর পক্ষ থেকে আরও একটি মানপত্র পড়া হল। গান ধরলেন শান্তিদেব ঘোষ— ফাগুন তোমার হাওয়ায় হাওয়ায়। তারপর ইন্দুলেখা ঘোষ গাইলেন— আমার মল্লিকা বনে।

এরই মাঝে দু’বার সুর কেটে গেল। অভ্যর্থনার সময় বিশ্বকবিকে দেওয়া হল তারের ওপর ফুল জড়ানো মালা। যাকে বলা হয় রীথ (WREATH)। কবি বলেই ফেলেন, ‘এটি বিদেশ থেকে আমদানি করা একটি প্রথা। এ তো বরণমালা নয়। এই রীথ মৃতকে সম্মান দেখানোর জন্য দেওয়া হয়।’

সুর কাটল আরও একবার। মানপত্র পাঠের মাঝে মাঝে চলছিল হাততালি। এবার কবি বলে উঠলেন, ‘এটিকেও আমরা বিদেশ থেকে নিয়েছি। হাততালি দিয়ে আমরা চিরদিন দুয়ো দিয়ে এসেছি। আমি শান্তিনিকেতনে এসব ক্ষেত্রে হাততালি দেওয়া নিষিদ্ধ করে দিয়েছি।

সকাল নটা কুড়ি থেকে দশটা। টানা চল্লিশ মিনিটের ভাষণে উঠে এল নানা প্রসঙ্গ। দেশ, রাষ্ট্রনীতি, পল্লি প্রকৃতি, ছোটবেলা, শিক্ষা, সাহিত্য— ঘুরেফিরে এল অনেক কিছু। বাঁকুড়া সম্পর্কে বললেন, ‘এই তো একটা জায়গায় এলুম, বাঁকুড়ায়। প্রাদেশিক শহর বটে, কিন্তু পল্লিগ্রামের চেহারা এর। পল্লিগ্রামের আকর্ষণ রয়েছে এর মধ্যে। সাবেক দিন থাকত তো এরই আঙিনায় আঙিনায় ঘুরে বেড়াতে পারতুম।’

উঠে এল বাঁকুড়ার নদীর কথাও — ‘শুষ্ক নদী বর্ষায় ভরে ওঠে। অন্য সময় থাকে শুধু বালিতে ভরা। রাস্তার দুই পাশে ছায়াময় বন।’বাঁকুড়ায় আসবেন, আর চণ্ডীদাসের কথা আসবে না, তা হয়? বাংলা সাহিত্যের অমর কবির প্রতি উঠে এল শ্রদ্ধার্ঘ্য — ‘জীবনের পরপার্বতী একজন কবির প্রতি এই প্রদেশের কত বড় সম্মান ভালবাসার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে আছে এখানকার আকাশে। সেই চণ্ডীদাস মৃত্যুর আগে সমাজে কত নিন্দা পেয়েছেন। কত অপমান সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে। মহাকালের হাতে সত্যকার সম্মান লাভ করেছেন তিনি মৃত্যুর পরে। এখন তো কেউ বাধা দিতে পারবে না তাঁকে। যদি অদৃষ্টে থাকে, চণ্ডীদাসের সম্মান আমার ঘটবে। তখন জানব না আমি, থাকব না আমি।

সেদিনের সেই হিলহাউস

তিন দিন। ঠিক কী কী হয়েছিল হিলহাউসে? লিখেছেন অনির্বাণ রায়।।

হিলহাউস। শব্দটা চেনা চেনা লাগছে? হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছে। মাচানতলার কাছে এই বাড়িতেই জেলাশাসকের বাংলো। কিন্তু তিনদিনের বাঁকুড়া সফরে এই হিলহাউসেই উঠেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

তখনও এটি জেলাশাসকের বাংলো ছিল। আসলে, সেবার কবির তিনদিনের সফরে আপ্যায়ণ ও আতিথেয়তার যাবতীয় দায়িত্ব তুলে নিয়েছিলেন জেলাশাসক সুধীন্দ্র কুমার হালদার ও তাঁর স্ত্রী ঊষা হালদার। তাঁদের মেয়ে লক্ষ্মী হালদার কবিকে বরণ করতে মেজিয়ার ঘাটেও গিয়েছিলেন।

১ মার্চ বিকেল চারটে নাগাদ কবি আসেন হিলহাউসে। কবির আগমন উপলক্ষ্যে দারুণভাবে সাজানো হয় এই বাংলো। কবির ঘরে দেওয়া হয় আলপনা। বারান্দাটিও নতুন করে সাজানো হয়। কারণ, তিনদিনের সফরে অনেকেই দেখা করতে এসেছেন কবির সঙ্গে।

যেদিন এলেন, সেদিন তেমন বিশ্রামের সুযোগ হল না। বিকেলেই এলেন বাঁকুড়া নারী সমিতি ও শিশুমঙ্গল সমিতির কর্মীরা। কবিকে অভ্যর্থনা জানালেন মহিলারা। সেখানেই মহিলারা সম্মিলিতভাবে গেয়ে ওঠেন — ‘আজি মর্মরধ্বনি কেন জাগিল রে।’ হিলহাউসের বারান্দায় তখন বেশ জমায়েত। রবীন্দ্রনাথ ছোট্ট একটি ভাষণ দিলেন। বাঁকুড়ার কথা, নারী শক্তির কথা তুলে ধরলেন। কিন্তু উপস্থিত রমনীরা আবদার করলেন, একটা গান গাইতে হবে। এ এক বিড়ম্বনা। গান না করে কবি একটি আবৃত্তি করলেন — যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ।

পরদিন সকালে গেলেন চণ্ডীদাস চিত্রমন্দিরে। আজকে যাঁকে চণ্ডীদাস সিনেমা নামে চেনেন, সেটি উদ্বোধন হয়েছিল বিশ্বকবির হাতেই। বিকেলে আবার হিলহাউস। এবার হাজির শিক্ষক, অধ্যাপক ও শিক্ষামনস্ক মানুষেরা। কবি নানা বিষয় জানতে চাইলেন। তাঁর শান্তিনিকেতনের কথাও বললেন।

পরদিন, ৩ মার্চ সকালে বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠান। বিকেলে আবার হাজির মহিলা মহল। তাঁদের সঙ্গে মত বিনিময় করে এবার হাজির জেলা স্কুলের মাঠে। সন্ধে নাগাদ ফিরে এলেন হিলহাউসে। কবির শরীর তখন ক্লান্ত। বিশ্রাম করছিলেন। কিন্তু সন্ধেবেলায় হাজির ছাত্রীরা। হিলহাউসে তারা চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য পরিবেশন করতে চায়। সেই অনুষ্ঠানে অনেকেই কবিতে আসতে মানা করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেন, ‘সে কী! নাতনিরা নাচবে। আমি দেখব না?’ এসে বসে গেলেন। মুগ্ধ হয়ে দেখলেন চিত্রাঙ্গদা।

সেই রাতেই বাঁকুড়াকে বিদায় জানিয়েছিলেন বিশ্বকবি। রাত ১১.২ নাগাদ বাঁকুড়া স্টেশন থেকে ধরলেন কলকাতা যাওয়ার ট্রেন।

নৌকায় তোলা হল কবির মোটরগাড়ি

কোন পথ দিয়ে বাঁকুড়ায় এসেছিলেন বিশ্বকবি? কোথায় কোথায় থামতে হয়েছিল? যাত্রাপথের সেই আনন্দগান। তুলে ধরলেন অরিত্র ধর।।

কোন পথে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ? সেই যাত্রাপথের বিবরণ রয়েছে নানা জায়গায়। ১৯৪০ এর ১ মার্চ এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আসার সময় সরাসরি কলকাতা থেকে নয়, তিনি এসেছিলেন বোলপুর থেকে। বোলপুর থেকে খানা জংশন পর্যন্ত এসেছিলেন ট্রেনে। তারপর সেখান থেকে নিয়েছিলেন একটি মোটরগাড়ি। মোটরগাড়িতে প্রথমে এলেন রানিগঞ্জ।

তখনও দামোদরের সেতু হয়নি। ফলে, কবির মোটরগাড়িটিকে তোলা হয় একটি নৌকায়। দামোদরের বালির ওপর কিছুটা হাঁটেন রবীন্দ্রনাথ। হাঁটতে হাঁটতে বলেন, ‘নদীটি এত বৃহৎ। সে তুলনায় জলের পরিমাণ অতি সামান্য। নব্বই ভাগ বালি আর দশভাগ জল। এ প্রকৃতির পরিহাস না অভিশাপ?’

দামোদর পেরিয়ে মেজিয়া ঢুকলেন দুপুর বারোটা নাগাদ। মার্চ মাস, তখন শীত প্রায় বিদায় নিয়েছে। দরজায় কড়া নাড়ছে গ্রীষ্ম। মধ্যাহ্নে যেন তারই আঁচ। দামোদর যেন শীর্ণ স্রোতস্বিনী। মেজিয়া ঘাটে হাজির অনেক নর-নারী। জয়ধ্বনি ওঠে— ‘জয় কবিগুরুর জয়।’ তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য সেখানে হাজির ছিলেন বাঁকুড়া পুরসভার তৎকালীন সভাপতি হরিসাধন দত্ত।

মেজিয়ায় শুরু হল রোড শো। রাস্তার দু ধারে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে উৎসাহিত জনতা। ফুল, পাতা, আর কলাগাছ দিয়ে রাস্তার দু ধারে বানানো হয়েছিল তোরণ। মাঝে মাঝেই চলল জয়ধ্বনি। গেলেন অমর কানন আশ্রমে। সেখানে ছাত্রবৃন্দ মালা পরিয়ে দেন বিশ্বকবিকে। গঙ্গাজলঘাটিতে উৎসাহী জনতা চাইলেন, বিশ্বকবি একবার অন্তত নামুন। কিন্তু কবির বয়স তখন আশি ছুঁইছুঁই। তার ওপর তপ্ত দুপুর। তাই কবির যাত্রাপথের সঙ্গীরা উৎসাহীদের বোঝান, এত ধকল নিলে কবি আরও অসুস্থ হয়ে পড়বেন।

দুপুর একটা পঁচিশ নাগাদ কবির মোটর গাড়ি এসে পৌঁছল গন্ধেশ্বরীর ঘাটে। বাঁকুড়াবাসী তৈরিই ছিল। নদীর ঘাট আমপল্লব দিয়ে সাজানো। জায়গায় জায়গায় কবিকে স্বাগত জানিয়ে বেশ কিছু তোরণ। সাদা পোশাক আর সাদা টুপি পরে অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবক। খুব শৃঙ্খলিত হয়েছিল সেই শোভাযাত্রা। বিকেল চারটে নাগাদ কবি এসে পৌঁছলেন বাঁকুড়ার হিল হাউসে।

রাঢ় আলাপন পত্রিকাগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে স্বরূপ গোস্বামী কর্তৃক প্রকাশিত। সম্পাদকীয় ঠিকানা: কেরানিবাঁধ, লালবাজার, বাঁকুড়া। ই মেল: aalaapan123@gmail.com সম্পাদক: স্বরূপ গোস্বামী।